উষ্ণ আহবান

বেলা ১ টা বেজে ১৭ মিনিট শামিম তখন গোসল শেষ করে বাথরুম থেকে বের হতে পারেনি । এরি মধ্যে সিধুর ফোন। সিধু কিছুক্ষণ সময় চুপ থেকে আজকেই আমার সাথে দেখা করতে হবে । শামিম কোন রকম পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও পার পেলো না কারণ আজ প্রায় পাচ বছর পর সিধু তাকে ফোন দিল ।

ভিজা পোশাকে সিদুর কথা ভাবতে শুরু করল । এই সেই সিধু, যে ইউনিভার্সিটি লাইফে শামিম এর প্রথম ভালোবাসা। শামিম প্রথম যেদিন ক্লাসে গেছিল ঠিক সেই দিন সিধু গোলাপী রঙের একটি সেলোয়ার কামিজ পরে ক্যাম্পাসে এসেছিল । কাকতালীয় ভাবে সেদিন শামিম ও একই রঙের শার্ট পরে এসেছিল । প্রথমদিন থেকেই ওদের পরিচয় । শামিম এর খুব লজ্জা তবুও একদিন সাহস করে সিধুর ফোন নাম্বার চেয়ে বসল । সিধু যেন আকাশ হতে পড়ল, সে কি তোমার কাছে আমার ফোন নাম্বার নাই ? প্রায় সবার কাছেই তো আমার ফোন নাম্বার আছে। শামিম মাথা নিচুকরে চুল্কায় আর বলে নাম্বার টা দিবা না কি আমি চলে যাব।

সিধুর সাথে প্রায় প্রতি রাতেই শামিম এর কথা হয় । কথা বলতে বলতে রাত যে কিভাবে কাটতে থাকে তারা যেন কিছুতেই ঠাওর করতে পারেনা । হঠাৎ সিধু একদিন বলল আচ্ছা আমাদের মাঝে ঝগড়া হয়না কেন বলতো ? শামিম বলে আমরা অনেক ভালো বন্ধুতো তাই । এভাবেই বেশ কিছুদিন কাটতে থাকে । একদিন সিধু তার পুরানো দিনের হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার কথা বলল। সে নীলয়কে ভালোবাসত কিন্তু নীলয় একসাথে তার ও তার বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক চালিয়েযাচ্ছিল, তাই তাদের সম্পর্কটা বেশিদিন টেকে নাই । এদিকে শামিম ভাবতে থাকে সিধুকে নিয়ে । একদিন শামিম খেয়াল করল সে সিধুর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে তাই সে সিদ্ধান্ত নিল, এভাবে চলতে দেওয়া যাবেন না। কিন্তু শামিম আবার সিধুর সাথে কথা না বলেও থাকতে পারেনা ।

হঠাৎ শামিম একদিন সিধুকে বলল, আচ্ছা আজ থেকে আমরা পাচ দিন কথা বলব না ফোনে। সিধু বলল কি সব ছেলেমানুষি করো ? কেন আমরা পাচ দিন কথা বলবো না? শামিম বলল দেখি আমরা পাচ দিন কথা না বলে থাকতে পারি কি না? যেই কথা সেই কাজ । তার দুজনই রাজি হলো যে তারা পাচদিন কথা বলবে না ফোনে । পাচদিনের মাথায় সিধুই কল করল শামিম কে । আবার বেশ কিছুদিন এভাবেই চলল ।

এভাবে প্রায় এক মাস চলে গেল। এরি মধ্যে শামিম এর আরো দুইটা বান্ধবী হলো । তাদের সাথেও সে সময় দিতে লাগল, এই নিয়ে সিধু প্রায় দিন শামিম এর সাথে কথা কাটা-কাটি করে । শামিম এর খুব খারাপ লাগে কেন সে এমন করে নাকি আমায় ভালোবেসে ফেলেছে ? যাই হোক সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেদিয়ে পড়াশুনায় মন দিল। খুব অল্প কয়েক মার্কের জন্য এ+ হলো না প্রথম সেমিস্টারে । মোটামুটি খুব ভালো ভাবেই তারা পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতি মধ্যে শামিমের একটা খুব কাছে বন্ধু হয়েছে তার নাম মাসুদ । তাদের গ্রামের বাড়ী একই জেলায় । একে একে সবাই কেমন যেন আপন সবাই হয়ে যাচ্ছে। শামিম এর যে আরো দুইটা বান্ধবী ছিল তারা হলো কবিতা ও জান্নাত । এরাও খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে। হঠাত একদিন জান্নাত শামিম এর গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য বায়না শুরু করল ।

শামিম কোনভাবেই তাকে বোঝাতে পারছে না, যে তার বাড়িতে মেয়ে ফ্রেন্ড নেওয়ার অনুমতি নাই । জান্নাত সময় পেলেই শামিম এর পার্সনাল লাইফ সমপর্কে প্রশ্ন করত । শামিম এর সাথে জান্নাতের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকলো । ছোট কাটো কাজ দিত শামিম কে। একদিন জান্নাত শামিমকে প্রেমের প্রস্তাব দিলো । শামিম তিন ধরে ভেবে ভেবে হ্যা বলে দিল । এখন আর সিধুর সাথে কথা তেমন হয়না । শামিম এর সকল চিন্তা জান্নাত কেড়ে নিল । শামিম যেন আকাশ-কুসুম ভাবতে থাকে জান্নাত কে নিয়ে । দুইজন দু’জনকে পেয়ে যেন বেশ খুশি ।

সবার নজর আস্তে আস্তে কেড়ে নিতে থাকল ওরা দুজন । হঠাত করে একদিন জান্নাত শামিম কে বলল আমার পক্ষে তোমায় ভালোবাসা সমভব নয়। কেন? উত্তরে শামিম কে জানিয়ে দিল, আম্মু আমার জন্য পাত্র দেখে রেখেছে । বিষাদের কালো ছায়া ছেয়ে গেল শামিম এর বুকে । রাগে, দুঃখে কথা বলা বন্ধ করে দিল শামিম। আবার সিধু এর সাথে কথা বলা শুরু করল। সিধুকে সে বুঝিয়ে বলল । সিধু তার কথা শুনে তাকে অনেক সান্তনা দিল। কিন্তু শামিম যেন কিছুতেই আর সইতে পারছে না । সিধু খুব পরিশ্রমী মেয়ে। ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষে সে দুইটা টিউশুনি করায় । প্রায় দিন রাত আটায় বাসায় ফেরে। সে এখন আর শামিমের ঠিকমত সময় দিতে পারে না । কথাও ঠিকমত বলে না । এখন সে আর ফোন দেয় না শামিম কে , শামিম যদি কখনো কল করে দু’ এক মিনিট কথা বলে।

শামিম এর আবার একাকিত্ব জীবন শুরু হলো । কোনভাবেই যেন তার আর দিন কাটতে চাই না । এদিকে লেখাপড়ার প্রচুর চাপ আছে ক্যাম্পাসে । এরি মধ্যে দ্বিতীয় সেমিস্টারে রিজাল্ট বের হলো, শামিম এবার ফাস্ট হয়েছে তার ব্যাচের মধ্যে । প্রোগ্রামিং এর সাথে সাথে ম্যাথ খুব ভালো দখল করে ফেলেছে । ক্লাসে প্রায় সবাইকে প্রোগামিং এ কোন না কোনভাবে হেল্প করে । মাঝে মাঝে সিধুর সাথে কথা হয় কিন্তু সিধু এখন ব্যাস্ত তার ভাইয়কে নিয়ে। ক্লাসে একটা ফ্রেন্ডকে ভাই পাতিয়ে নিল যাতে তার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যাই আর কলুর বলদের মত খাটানো যাই । এখন প্রতিটা কথার মাঝেই তার ভায়ের মানে সুবল এর কথা বলে। এটা শুনে শুনে শামিম ক্লান্ত হয়ে গেছে । এখন আর সে সিধুর সাথে কথা বলে না । সিধুও আর তার কল করে না , কারণ এখন সব সময় সুবলকে কাছে পাই । সুবল কে প্রধ্যান্য দেওয়ার ও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। শামিম অনেক দূরে থাকে ক্যাম্পাস থেকে আর সুবল সিধুর কাছাকাছি একটা মেসে থাকে ।

সুবলও খুব ভালো ছেলে। যদিও কৃপণতা একটু বেশি। সেটা হবার ও কারণ আছে । তার লেখাপড়ার খরচ তার নিজেরই ব্যেয়ার করতে হয় । ক্লাস সেরে টিউশুনি শুরু করে আর রাত ১১ টায় বাসায় ফিরে । যেমন চিকন লিকলিকে তেমনি ফাজিল। সে একটা জায়গা টিউশুনি করতে যেত ওখানে সুমাইয়া নামে তার ছাত্রী ছিল । সে তার মামা বলে ডাকত কিন্তু সুবল তার সাথে কতযে লাইন মারার চেষ্টা করল তার ঠিক নাই । অবশেষে সুবলের বন্ধু আনিস সুমাইয়া কে বিয়ে করেছে। তবে সুবল সেই ছাত্রীকে আদর করে চুমু বলে ডাকত। এখন সে আনিস এর বউ ।

হঠাৎ শামিম একদিন কবিতা কে ফোন দিল । একি বাবা, মেয়ে তো নয় সে ধারালো একটি ছোরা । প্রত্যেকটি কথার উত্তর তীরের মত শামিমের বুকে বাধে । আর ভাবতে থাকে সিনেমাতে তো অনেক দেখেছি ক্লাসে যার সাথে প্রথমে ঝগড়া বাধে তার সাথেই প্রেম হয় । কিন্তু শামিমের ভাবনা থেমে থাকলো না । সে কবিতা কে নিয়ে ভাবনা শুরু করে দিলো । কবিতা খুব ভালো মেয়ে, ছেলেদের সাথে তেমন কথা-বার্থা বলে না । বোরখা পরে আসে ক্যাম্পাসে । শামিমের বোরখাপরা মেয়েদের প্রতি প্রচন্ড দুর্বলতা আছে । সে খুব ভালো জানে বোরখা পরা মেয়েদের। শামিমের বন্ধু মাসুদ এদিকে অনলাইনে ক্রেগলিস্টের কাজ শুরু করেদিয়েছে । প্রায় মাসুদ শামিমকে প্রেসার করতে থাকে কাজ টা শিখে নেওয়ার জন্য কিন্তু শামিমের এই কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করল না । একদিন শামিম কবিতা কে নিয়ে মাসুদ কে খ্যাপায়তে শুরু করল । আরে তোর সাথে কবিতার ভালো মানায়, দোস্ত তুই প্রেম কর।

মাসুদ খুব শান্তশিষ্ট ছেলে, তার একটা বদ অভ্যাস আছে, মাঝে মাঝে সে দু’ একটা সিগারেট টানে । এটা শামিমের খুবই অপছন্দ, তবুও মাসুদ বাদ দেয় না । প্রতিদিন নিয়ম করে তিন বেলা ভাত খাওয়ার পর তিনটি সিগারেট খায়। সে অত্যন্ত সহজ সরল ছেলে । কারোর সাথেও নাই পাছেও নাই । রাত জেগে জেগে কাজ করার পাশা-পাশি পড়াশুনার চেষ্টা করে । তার জীবনটা বড়ই সংগ্রামের। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। যেমন মেধাবী তেমনি কর্মঠে ।

মাসুদ শামিম কে বোঝানোর চেষ্টা করে আরে ধুর ওতো আমার বোনের মতো । শামিম বলত তোর কোন মায়ের পেটের মেয়ে ? আর হাসত । মাসুদের বাসা তখন সাত তলায় । ওর নিচের তলায় থাকত শাহিন। শাহিন ইউনিওভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই ফটো এডিটিং ভালো পারতো । মাঝে মাঝে কবিতা মাসুদ কে ফুসকা খেতে ডাকত। এটা শাহিন ও শামিম দেখে মাসুদ কে রাগিয়ে তুলতো, কিরে তোদের প্রেম কেমন চলছে ? আর মাসুদ অনেক সময় নিরবে সহ্য করত আবার মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু কোন কিছুতেই কোন কাজ হতো না । কবিতার প্রত্যেকটি কথায় কেমন যেন একটা আব্দার থাকত । যেটা সবাই কে ভাবিয়ে তুলতো । এভাবেই দিন পার হতে লাগল । তেমনি একদিন সন্ধ্যায় মাসুদ ও শাহিন গল্প করছিল , সেখানে শামিম আসলো । দেখে ওরা কবিতা কে নিয়ে কথা বলছে । কবিতা এটা করেছে , সেটা করেছে । শামিম মাসুদ কে বাধা দিয়ে বলল এই তোর সমস্যা কি ? সারাদিন কবিতা কবিতা করিস কেনো? মাসুদ উত্তরে বলল আরে রাগ করিস না কবিতা অনেক ভালো মেয়ে । এটা শুনেই শামিম বলল কবিতার সাথে তাহলে আমার প্রেম করিয়ে দে।

শোন, কবিতা অনেক ভালো মেয়ে ও তোর সঙ্গে প্রেম করবে না। শামিম এর একটু জীদ বেশি। ও বেকে বসল, না আমি ওর সাথে প্রেম করব । মাসুদ সাথে সাথে চ্যালেঞ্জ করে বসল তুই ওর সাথে প্রেম করেতে পারবি না , ও অনেক ভালো মেয়ে। ওকে ঠিক আছে কবিতার সাথে প্রেম করে দেখিয়ে দে, বলল শাহিন । শামিম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। এক বছরের মধ্যে প্রেম করে দেখিয়ে দিব। যদি না পারিস বলল মাসুদ। শামিম বলল পুরা চার বছর তুই যা বলবি আর আমি তাই শুনবো, আর যদি পারি বলল শামিম। মাসুদ বলল তোর একটা আইফোন কিনে দিব। যেই কথা সেই কাজ। তিনজন মিলে চুক্তি করল ওরা। কেউ কখনো কারোর সাথে এই চ্যালেঞ্জের কথা কারোর সাথে শেয়ার করবে না ।

একদিন মাসুদ ইয়ার্কি করে কবিতাকে বলল, জানিস শামিম না তোর খুব ভালোবাসে। কবিতা মনে মনে খুব খুশি হলো কিন্তু সে এমন একটা ভাব দেখালো যেন কিছুই শোনেনি । এখন শামিম সিধু ও কবিতার সাথে কথা বলে না । এভাবেই কেটে গেলো প্রায় একটা মাস। হঠাত একদিন শামিম বলল হাই, কবিতা কেমন আছো ? কবিতা বলল হ্যা ভালো তুমি । কবিতা আর শামিম সেই ক্লাস শুরু থেকে তুমি করে কথা বলে । এ যেন ঈশ্বরের ঈশারা । যাই হোক কবিতা প্রশ্ন করে শামিম কে, আচ্ছা তুমি প্রায় একমাস ধরে আমার সাথে কথা বলো না কেন ? শামিম চুপ করে থাকে । কি কথার উত্তর দাও না কেন? আবার প্রশ্ন করে কবিতা। এবার মুখ খোলে শামিম, আমি তোমায় সব পরে একদিন বলব।

এরপর থেকে এদের দুজনের কথা চলতে থাকে । অনেক ভালো বন্ধু হয়ে উঠল একে অপরে । শামিম প্রতিটি কথা শেয়ার করতে লাগল আর কবিতা খুব মোনযোগ সহকারে সে গুলা শুনত । কবিতা খুব শান্ত শিষ্ট মেয়ে। ঝুট-ঝামেলার মাঝে সে একদমই থাকে না। খুব মেধাবী একটা মেয়ে । ফাইভে ট্যালেন্টফুল বৃত্তি পেয়েছিল। এসএসসি ও এইচএসসি তে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল । বাবা-মায়রে একমাত্র আদরের মেয়ে। গ্লাসে কখনো পানি ঢেলে পর্যন্ত খায় নি ঢাকায় আসার আগে। কলম ধরে লিখার সময় সাদা নরম হাত লাল হয়ে যেত। তবে স্বভাবে একটু কৃপণ ছিল । কেউ যদি শখ করে কিছু খাইতে চাইতো কোনভাবেই তাকে খাওয়াতো না । যাইহোক তাতে কি যায় আসে । এভাবে ফেব্রুয়ারি মাস চলে আসে । ১২ ফেব্রুয়ারি একদিন কবিতা কে বলল ১৪ তারিখ আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। আমি কি তোমায় ফোন দিব ? উত্তরে কবিতা বলল না । বিশ্ব ভালোবাস দিবস চলে গেল, কিন্তু শামিম কবিতা কে আর ফোন দিল না । হঠাত চারদিন পর কবিতা ফোন দিল। কি খবর ? তোমার তো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না । শামিম এই দিনটির অপেক্ষায়ই ছিল । বলল এইতো আছি। আচ্ছা তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই, আমি কি রাত বারো টার পর তোমায় ফোন দিতে পারি ? প্রশ্ন করল শামিম। উত্তরে শুধু বলল হ্যা, দিও । বাই বলে রেখেদিল ।

শামিম অপেক্ষায় আছে কখন বারোটা বাজবে? আজ সে তার মনের কথা মানে চ্যালেঞ্জে জীতার জন্য যা বলতে হয় তাই বলবে । অবশেষে বারোটা বাজলো । শামিম ফোন দিল কবিতা কে । একবার বাজার সাথে সাথেই কবিতা রিসিভ করেফেল । শামিম বলতে শুরু করল, এই তো সেদিন তুমি বললে না আমি কেন তোমার সাথে কথা বলি না , আসলে আমি তোমায় পছন্দ করে ফেলেছি । আমি যেন আর তোমার কথা না ভাবি তাই তোমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম । কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তোমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারলাম না । এই পর্যন্ত শুনেই কবিতা বলে উঠল আমি জানি তুমি আমায় পছন্দ করো । শামিম না জানার ভান করল , আর প্রশ্ন করল কিভাবে ? তখন কবিতা বলল মাসুদ আমায় বলেছে । শামিম এর খুব হাসি পাচ্ছে কিন্তু দাতে চেপে রেখে কথা বলছে । এতে কবিতা ভাবল শামিম কাদছে । তাই সান্তনা দিতে শুরু করল আর মিথ্যা বলল। কবিতা সুন্দর করে মিথ্যা বানিয়ে বলতে শুরু করল। আমার বয়ফ্রেন্ড আছে, সে মাইমেনসিং পড়াশুনা করে। কিন্তু শামিম এটা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে কথা বলতে থাকে। হঠাত শুনে ফজরের আজান দিচ্ছে। তারা সেদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ল । লাইন কেটে দিয়ে কবিতা যেন হাফ ছেড়ে বাচল আর শামিম এর মনে হতে লাগল প্রেম করা কোন কঠিন কাজ না, আমায় আরো লেগে থাকতে হবে।

শামিম কবিতার একটি রুপক নাম দিয়ে কবিতা লিখা শুরু করল । এখন মাঝে মাঝে সিধুর সাথে কথা হয় । হাই হেলো । যে কবিতা গুলো শামিম লিখে সে গুলো কবিতা খুব যত্ন সহকারে পড়ে আর উৎসাহ দেয় যেন আরো ভালো করে কবিতা লিখে। শামিম তার অভিনয় চালিয়ে যাতে থেকে, এটা দেখে মাসুদ ও শাহিন মিটি মিটি হাসে, কিন্তু কেউই কাউকে বলে না। আস্তে আস্তে শামিম পাগলামী বাড়িয়ে তোলে । এখন প্রতিরাতেই শামিমের সাথে কবিতা কথা বলে। প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘন্টা করে কথা বলে । শামিম অভিনয় করতে করতে কখন যে কবিতার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল সে নিজেও জানে না । এখন সে নিজের চেয়ে কবিতাকে বেশি ভালোবাসে । তবু মাঝে মাঝে তার কনফিউশন হয় আসলে সে তার ভালোবাসে নাকি অভিনয় করছে ।

শামির ক্লাসে একটা পৌতাল ছিল। সবাই তাকে ছাবু বলে ডাকত । ছেলেটা অত্যান্ত মেধাবী ছিল। সোজা-সুজি কথা বলতে পচ্ছন্দ করত তাতে কেউ ভালো বলুক আর নাই বলুক । প্রচন্ড বদ মেজাজী ও অহংকারি ছিল। সে তানু নামের এক মেয়ের সাথে উঠা বসা শুরু করল । কিন্তু যেদিন সে জানতে পারলে তার বয়ফ্রেন্ড আছে । তখন সে তার আরেক বান্ধবীর সাথে ঘুরা –ঘুরি শুরু করল। ক্লাসের শুরু থেকেই ছাবু শামিম কে কেন যেন দেখতে পারেনা । শামিম তার অহংকারিতা দেখে পছন্দ করে না ।

পৌতাল এবার ঘুরে ঘুরে কবিতার পিছনে লাগল । যেহেতু শামিম কবিতাকে প্রপোজ করেছিল, তাই সে তার স্বার্থ উধারে পৌতাল এর সাহায্যে নেওয়া শুরু করল। শামিম ও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না। যাই হোক তাকে তার চ্যালেঙ্গে জীতেই হবে । প্রোগ্রামিং শেখানোর নাম করে পৌতাল কবিতার সার্নিধ্যে আসার চেষ্টা করে। কবিতা দেখল শামিম এর আর কি দরকার, ছাবু তো আমার হেল্প করছেই। তার দরকারী কাজে ব্যাবহার করার জন্য ডজন খানেক ভাই বানিয়ে ফেলল। যাই হোক শামিম তার হাল ছাড়তে রাজি নয়। হঠাত করে শামিম এর একটি বান্ধবী মেঘ শামিম কে বুদ্ধি দিল, কবিতা কে জেলাস ফিল করাতে হবে ।

যেই ভাবা সেই কাজ। কাকে বাছা যাই? এটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাত করে সিধুর কথা মনে পড়ে গেল। আবার সিধুর সাথে কথা বলতে শুরু করল শামিম। সিধুর সাথে কথা বলতে বেশ ভালোই লাগছে শামিম এর। এখন তার প্রতিদিন কথা বলে । আস্তে আস্তে কবিতার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এটাও কবিতার সহ্য হয় না । সে বুঝতে পারে শামিম আর আমার সাথে তেমন আগ্রহ নিয়ে কথা বলে না । শামিম এর মন এখন সম্পুর্ন্য সিধুর দিকে । আস্তে আস্তে সত্যিই সে সিধুকে ভালোবেসে ফেলছে । হঠাত করে সিধু একদিন শামিম কে বলে ফেলল, আমি তোর ভালোবাসি । শামিম চমকে উঠল আর ভাবতে থাকল আমার চাওয়া এতো সহজে পুরোন হবে এটা যদি জানতাম তাহলে কবিতার সাথে এই নাটক করার দরকার ছিল না। শামিম কবিতা কে মেসেজ করল, অতিত কে ভুলে যাও। আমি বর্তমান কে নিয়ে হ্যাপি আছি। যদি কখনো দেখো আমি সুখে আছে তাহলে অতিত কে আর উপরে তুলে আনিও না। এই কথায় কবিতার সন্দেহ হলো। আর সে জানতে পারল আমি সিধুকে প্রোপোজ করেছি। সে রাগে হিংসায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, আরে তুমি সারাজীবন আমার জন্য দেওয়ানা থাকবা আর আমি তোমায় ফিরিয়ে দিব, কিন্তু তুমি আরেক জনকে ভালোবাসতেছো। না এটা হতে দেওয়া যাবে না। সে পৌতাল এর সাথে পরামর্শ করে সিধুকে ডেকে সব বলে দিল ।

মানুষের ভালো সহ্য হলো না তোমার ছি! ধিক্কার তোমার । এই বলে একটি মেসেজ করল কবিতা কে । সম্পুর্ণ্য কথা বলা বন্ধ করে বেশ কিছু দিন ভালোই চলছিল। হঠাত করে কবিতা একদিন বলে বসল, আমার সাথে তোমার কিছু কথা আছে ল্যাব শেষে সময় হবে ? শামিম আমতা আমতা করে হ্যা বলে দেয়। ক্লাস সেরে কবিতা বলতে থেকে কোন সাহসে তুমি সিধুকে ভালোবাসলে। তুমি না আমায় ভালোবাসতে । একসাথে দুজনের সাথে এটা তুমি কিভাবে করলে। শামিম অনেক ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল কবিতা কে । সে সিধুকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু সে কোনভাবেই বিশ্বাস করল না যে শামিম সিধুকে ভালোবাসতে পারে। যাইহোক যাওয়ার আগে বলে গেল তুমি কিভাবে ওর সাথে প্রেম করো আম দেখে নিব।

এরিমাঝে সিধু কবিতার মেসে উঠেছে আর কবিতার কান পড়া শুনে শুনে শামিম এর সাথে একদম কথা বলা বন্ধ করেদিল। নিজে কথা বলবে না কিন্তু অন্যকেও কথা বলতে দিল না। এভাবেই প্রায় একটি বছর কেটে গেল। এখন আর কারোর সাথেই কথা হয় না। সিধুও মনে মনে শামিম এর কথা ভাবত। শুধুমাত্র বান্ধবী পছন্দ করে না বলেই একটি বছর কথা বলা বন্ধ করে রাখল সিধু। অবশেষে সকল বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে একদিন শামিম এর সাথে কথা বলে। শামিম এই প্রথম সিধুর সাথে মিথ্যা বলে । সে অস্বীকার করে যে সে সিধু কে ভালোবাসতো না ।। এতে সিধু চুমকে উঠল এ কথা শুনে ।।

ভাবতে ভাবতে প্রায় পোনে চারটা বেজে গেল ।

[চলবে ... ]